

ভারতীয়দের জার্মান গাড়ি প্রীতি

কুদ্দুস খান

ভারতে প্রতি ১,০০০ জনের মধ্যে ভারতে ৬ টি গাড়ী রয়েছে, যে কোন উন্নত দেশের তুলনায়ও খুবই কম। (জাপানে প্রতি ১,০০০ জনের মধ্যে গাড়ি রয়েছে ৩৯৫ টি, ফ্রান্সে ৪৬৪, জার্মানিতে ৫১১, সুইডেনে ৪৩৬, ইংল্যান্ড ৩৭২, মেক্সিকো ৯৮ ও আমেরিকায় ৪৮১। এই পরিসংখ্যান ১৯৯৯ সালের)। কিন্তু বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের ফলে ভারতের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বছরে ৮% ভাগ। এই অবস্থা চলতে থাকলে আগামি কয়েক বছরে ভারতে ৫০ মিলিয়ন ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে উন্নত হয়ে উচ্চ-মধ্য শ্রেণীতে রূপান্তরিত হবে, আর এ কারণে সকলেই দামী গাড়ি কিনতে চাইবে। এই তথ্য জানার পর জার্মানি গাড়ি প্রস্তুতকারক কোম্পানির উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ভারতে গাড়ি তৈরীর কারখানা স্থাপনের জন্য জোর তৎপরতা চালাচ্ছেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মার্সিডিস কোম্পানী অনেক আগেই ভারতে তাদের গাড়ি তৈরী করার কারখানা স্থাপন করেছে। আউডি ও ভোলক্সওয়াগন কোম্পানী ইতিমধ্যেই কোলকাতা ও কোচিন শহরে গাড়ি তৈরী কারখানার জন্য প্রয়োজনীয় জায়গা কিনে ফেলেছে।

ভারতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, চীনের অর্থনীতির বেশ কাছাকাছি চলে এসেছে। অবশ্য খুব জোর দিয়ে কথা গুলি বলা যাচ্ছেনা, পাছে সদালাপী বন্ধুরা ভারতীয় দালাল বলে বসেন। এছাড়া মার্ক্সবাদী সেতারা হাসেমের কথাটা হিসাবে রেখে কথা বলতে হয়। তিনি হয়তো বলবেন কুদ্দুস খান এবার ভারতীয় করপোরেট পুঁজির স্বার্থে কথা বলছেন। যা'হোক ভারতীয় রাজধানী দিল্লিতে প্রতিদিন ৫৫০টি নতুন গাড়ী বিক্রি হচ্ছে, এই গাড়ির মধ্যে উল্লেখযোগ্য অংশই জার্মানিতে তৈরি। জার্মান গাড়ী জাপানি গাড়ির তুলনায় গড়ে দুইগুন ও ভারতীয় গাড়ীর তুলনায় তিন গুন দাম বেশী। এর পরেও জার্মানীর গাড়ীর চাহিদা ক্রমেই বেড়ে চলছে। এতে জার্মানীর দামী (Porsche) গাড়ির প্রস্তুতকারক কোম্পানীগুলি বেশ উৎসাহ বোধ করছে এবং চীনের পর এই প্রথম ভারতে জার্মান দামী গাড়ির প্ল্যান্ট তৈরী করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

জার্মানীর সবচেয়ে দামী গাড়ী Porsche গাড়ী। এই গাড়ীর দাম একশত হাজার মার্কিন ডলার থেকে আধা মিলিয়ন মার্কিন ডলার পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়। সেই Porsche গাড়ীর কোম্পানী দিল্লিতে তাদের শো-রুম খুলেছে। তাদের দেখা দেখি বিখ্যাত জার্মান গাড়ির কোম্পানী মার্সিডিস ও আওডি দিল্লিতে তাদের শো-রুম খুলেছে। এছাড়াও বি এম ডাবলিউ গাড়ির প্রস্তুতকারক কোম্পানি দ্রুত ভারতীয় মার্কেটে অবস্থান নেওয়ার জন্য সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন করে ফেলেছে।

২০০৩ সালে জার্মান গাড়ির বিক্রি বেড়েছে শতকরা ৩০ ভাগ। এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে এই যে, ভারতীয় জনগণ বিদেশী গাড়ি বিশেষ করে জার্মানের দামী গাড়ি কেনার প্রতি ক্রমেই উৎসাহী হয়ে উঠছে। ১৯৮০ সাল পর্যন্ত অবস্থা অন্যরকম ছিল। ভারতীয়রা নিজ দেশে তৈরী নিম্নমানের গাড়ী চালানো পছন্দ করতেন। তাছাড়া নেহেরু প্রবর্তিত “অর্থনীতিতে protection” নীতির কারণে ভারতের অর্থনীতি সমস্ত বিশ্বের অর্থনীতি থেকে আলাদা করে রেখেছিল। বেশ পরে হলেও ভারতীয় অর্থনীতিবিদগণ বুঝতে পেরেছেন যে নেহেরু প্রবর্তিত সমাজতান্ত্রিক বা রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির কারণেই ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতি বাধাগ্রস্ত হয়েছিল। বর্তমানের খোলাবাজার অর্থনীতি , ভারতে প্রচুর পরিমাণ চাকুরী সৃষ্টি করতে সাহায্য করেছে। এই চাকুরী সৃষ্টির ধারা অব্যাহত থাকলে ভারতে শক্তিশালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হবে এবং আধুনিক অর্থনীতি তথা পুঁজিবাদের ভিত্তি মজবুত হবে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এক মিলিয়নেরও বেশী ভারতীয় ২০০৩ সালে আমেরিকান কোম্পানীর W-2 ফরমের মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করেছে। ধারণা করা হচ্ছে, প্রায় ৩ মিলিয়ন ভারতীয় আমেরিকান কোম্পানীতে চাকুরীরত রয়েছে। আমেরিকান কোম্পানীগুলি এখন গ্রাম বা শহরতলিতে চাকুরী সৃষ্টি করতে শুরু করেছে। হাই টেকের মাধ্যমে শহরতলি ও ভারতীয় অজপাড়াগাঁয়ে আমেরিকান কোম্পানীগুলি কলিং সেন্টার খুলে ভারতীয় অর্থনীতিতে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন আনতে সাহায্য করছে।

ভারতীয় গাড়ী ম্যানুফ্যাকচারার সোসাইটির সভাপতি পঙ্কজ গুপ্তের তথ্য অনুযায়ী জার্মান কোম্পানী ২০০৩ সালে ভারতে এক মিলিয়ন মার্কের উপরে দামী গাড়ি বিক্রি করে এক নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। পঙ্কজ গুপ্ত বলেন, জার্মানের মার্সিডিস কোম্পানী ১৯৯৪ সালে ভারতে মার্সিডিস কোম্পানীর উৎপাদন শুরু করেছে। ১৯৯৪ সালের তুলনার ভারতীয় উৎপাদিত মার্সিডিসের বিক্রি ২০০৩ সাল পর্যন্ত গড়ে বেড়েছে শতকরা ৫০ ভাগ। এই দামী গাড়ি বিক্রির কারণ হিসাবে মিঃ গুপ্ত বলেন যে, বিদেশী কোম্পানির ভারতীয় অর্থনীতিতে পুঁজি বিনিয়োগ, বিশেষ করে আমেরিকান কোম্পানীর পুঁজি বিনিয়োগের ফলে ভারতীয় জনগণের আয় বেড়েছে প্রচুর, আর সে কারণেই ভারতীয় জনগণ দামী গাড়ি ক্রয়ে উৎসাহিত হচ্ছে। এছাড়াও বিদেশী কোম্পানিগুলি ভারতীয় রক্ষনশীল চিন্তাধারারও পরিবর্তন ঘটিয়েছে। তার ফলে

তারাও বিদেশী পণ্য কিনতে উৎসাহিত হচ্ছে।

ভারতে প্রতি ১,০০০ জনের মধ্যে ভারতে ৬ টি গাড়ী রয়েছে, যে কোন উন্নত দেশের তুলনায়ও খুবই কম। (জাপানে প্রতি ১,০০০ জনের মধ্যে গাড়ী রয়েছে ৩৯৫ টি, ফ্রান্সে ৪৬৪, জার্মানিতে ৫১১, সুইডেনে ৪৩৬, ইংল্যান্ড ৩৭২, মেক্সিকো ৯৮ ও আমেরিকায় ৪৮১। এই পরিসংখ্যান ১৯৯৯ সালের)। কিন্তু বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের ফলে ভারতের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বছরে ৮% ভাগ। এই অবস্থা চলতে থাকলে আগামী কয়েক বছরে ভারতে ৫০ মিলিয়ন ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে উন্নত হয়ে উচ্চ-মধ্য শ্রেণীতে রূপান্তরিত হবে, আর এ কারণে সকলেই দামী গাড়ি কিনতে চাইবে। এই তথ্য জানার পর জার্মানী গাড়ি প্রস্তুতকারক কোম্পানির উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ভারতে গাড়ি তৈরীর কারখানা স্থাপনের জন্য জোর তৎপরতা চালাচ্ছেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মার্সিডিস কোম্পানী অনেক আগেই ভারতে তাদের গাড়ি তৈরী করার কারখানা স্থাপন করেছে। আউডি ও ভোলক্সওয়াগন কোম্পানী ইতিমধ্যেই কোলকাতা ও কোচিন শহরে গাড়ি তৈরী কারখানার জন্য প্রয়োজনীয় জায়গা কিনে ফেলেছে।

জার্মান গাড়ি প্রস্তুতকারক বি এম ডবলিউ কোম্পানী কয়েক বছর আগে চীনে তাদের কারখানা নির্মাণ করেছে এবং এই প্ল্যান্টটি আশাতীত ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জন করেছে। আর সেকারনেই বি এম ডবলিউ ভারতে তাদের একটি প্ল্যান্ট খুলতে উৎসাহী। BMW মনে করে, কয়েক বছর আগে চীনে দামী গাড়ি বিক্রির মার্কেটের যে অবস্থা ছিল ভারতে আজ সেই অবস্থা বিরাজমান। ভারতে অর্থনৈতিক উন্নতির সাথে সাথে উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণী দামী গাড়ি কিনতে চাইবে। সেকারনেই এখনই মোক্ষম সময় ভারতে গাড়ি তৈরীর প্ল্যান্ট স্থাপন করার।

আমরা মিঃ গুপ্তের কথা আগেই উল্লেখ করেছি। মিঃ গুপ্ত মনে করেন, ভারতীয় রক্ষণশীল সংস্কৃতি ও ভারতীয় নেতৃত্বের অন্তর্মুখী নীতিই ভারতীয় অর্থনৈতিক উন্নতির প্রধান অন্তরায় ছিল। এখন ক্রমেই সে বাধা অপসারিত হচ্ছে। আর ভারতের জনগণ ক্রমেই বিদেশী পণ্য গ্রহণে অভ্যস্ত হচ্ছে। তিনি বলেন, নেহেরুর সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিই ভারতের অর্থনীতি দীর্ঘদিন ষ্টাগন্যান্ট করে রেখেছিল। প্রায় ৪০ বছর যাবত প্রচার করা হয়েছে যে, বিদেশী পুঁজি নয়- শুধু মাত্র দেশী পুঁজিই ভারতের অর্থনীতি উন্নততর করবে। মজার বিষয় হচ্ছে, চীনের কম্যুনিষ্ট পার্টি ও চীনের কম্যুনিষ্ট সমাজ ভারতের আগেই বুঝতে সক্ষম হয়েছে যে, বিদেশী পুঁজি বা FDI ছাড়া চীনের অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব নয়। আর সে কারণেই ভারতের প্রায় দুই যুগ পূর্বে চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টি নিজ উদ্যোগে বিদেশী পুঁজি তাদের দেশে প্রবেশের সম্ভাব্য সকল বাধা অপসারণ করেছিল। আজ চীনের অর্থনীতি ভারতের চেয়ে অনেক এগিয়ে রয়েছে। আমেরিকা সহ পশ্চিমা পুঁজিবাদী দেশের প্রায় সকল করপোরেশনই চীনে বিনা বাধায় ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। বহু ক্ষেত্রে চীন তার দেশে ব্যবসা করার জন্য বিদেশী কোম্পানিগুলিকে প্রায় পশ্চাশ বছরের অধিক সময়ের জন্য ট্যাক্স রিবেট দিয়েছে। চীনের বাইরে বসবাসরত অনেক মার্ক্সিষ্টই এই প্রশ্ন তোলেন যে, বিদেশী কোম্পানিগুলিকে দীর্ঘ সময়ের ট্যাক্স রিবেট দিলে দেশের লাভ কি? এর উত্তর অতি সহজ, চীনের নেতৃত্ব মনে করে, বিদেশী কোম্পানিগুলি চীনে তাদের অর্থনৈতিক বিনিয়োগের মাধ্যমে প্রচুর চাকুরী সৃষ্টি করে এক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভিত্তি স্থাপন করেছে, আর এই শ্রেণীই চীনের অর্থনীতির মূল ভিত্তি।

চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টি ক্ষমতায় থেকেও যে সহজ সরল কথাটি বুঝতে পেরেছেন, সেতার হাশেম ও আমাদের মার্ক্সিষ্ট আন্দোলনে নিয়োজিত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবীগণ খুব তাড়াতাড়ি এই সহজ সরল সত্যটি অনুধাবন করবেন, এই আশা রেখেই আজ বিদায় নিচ্ছি।

এই লেখাটির ডাটাভিত্তিক তথ্য সরবরাহের জন্য জনাব ফতেমোল্লাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।